

263615 - পশ্চিমা দেশগুলোতে বৈধ চাকুরী ও হারাম চাকুরীর মূলনীতি

প্রশ্ন

হালাল থেকে হারাম চাকুরীকে আলাদা করে জানব কীভাবে? কারণ এখানে জার্মানিতে অনেকে হারাম এবং সংশয়পূর্ণ চাকুরী আছে। আমি সবসময়ই পড়ছি যে কোনো ব্যক্তি যদি এমন স্থানে চাকুরী করে যেখানে মদ বা শূকরের গোশত বিক্রি হয় তাহলে সেখানে চাকুরী করা হারাম হবে। কিন্তু দুই বা তিন সপ্তাহ আগে এক লোক আপনাদেরকে কোন এক রুটঘিরে চাকুরী করার বখান জিজ্ঞাসা করছিল। যে রুটঘিরটি এমন এক রেস্টুরেন্টের অধীনে যেখানে মদ ও শূকর থাকার সম্ভাবনা আছে। আপনারা তাকে বলছেন: তোমার জন্য এটা জায়গা; কারণ তুমি অমুসলিম দেশে আছো। তাহলে আমি কীভাবে এর মূলনীতি জানতে পারব? আমি কী করে জানব যে আমি কি মুখাপেক্ষী বা নরিপায় কনি? আমার বন্ধু রুটির কারখানায় কাজ করে। সে শুধু রুটিতে পনির দেয়। আর অন্যরো শূকর দেয়। তবে সে শূকরের কাছ থেকে যায় না এবং স্পর্শ করে না। তার এই কাজ কি জায়গা হবে? সে যদি আমাদেরকে দাওয়াত দেয় তাহলে আমার জন্য কী তার বাড়িতে যাওয়া ও তার খাবার খাওয়া জায়গা হবে? উল্লেখ্য, তার স্ত্রী বীমা সেক্টরে চাকুরি করে। আমি জানি সেটা হারাম। এ কারণে আমি তার কাছ থেকে যাওয়া থেকে বরিত থাকি; আমার এ কাজটি সঠিক কনি? সে যদি আমাকে কোনো উপহার দেয় আমি কি সেটি গ্রহণ করব; নাকি করব না? সে আমাকে কতদিন আগে যে উপহারগুলো দিয়েছে সেগুলো কী করব? আমি যখন দ্বীনদার রক্ষার্থে এই সব জায়গায় চাকুরি করিনি, এমন স্থানে চাকুরি খোঁজার সর্বাত্মক চেষ্টা করি যেখানে হারাম বা সংশয়পূর্ণ বিষয় অথবা নারী-পুরুষের মিশ্রণ নই কিংবা আমাকে সময়মতো নামাজ পড়তে বাধা দিবে না তখন আমার এ কাজটা কি সঠিক; নাকি সঠিক নয়? আল্লাহর কসম! আমি নিজেরে ব্যাপারে পাপকাজের আশঙ্কা করি। আমাকে আপনারা সাহায্য করুন। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

বৈধ কাজের মূলনীতি হলো: এটি বৈধ ক্ষেত্রে হওয়া এবং এর দ্বারা হারাম কাজে সহায়তা না করা।

এতে অন্তর্ভুক্ত হবে সকল বৈধ বিক্রি ও ভাড়া। যমেন: খাদ্য, ঔষধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিক্রি করা। আরও অন্তর্ভুক্ত হবে শিক্ষকতা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিদ্যুৎ বিভাগ, ছুতারগরি, কারগিরিসহ অগণিত বৈধ চাকুরি।

আর হারাম কাজের উদাহরণ হলো: সুদী ব্যাংকে চাকুরি করা, ব্যবসায়িক বীমা কোম্পানিতে চাকুরি করা, মদ বহন করা, শূকর

পালন করা, সুদ লেখা, জুয়ার হল প্রস্তুত করা, অথবা যা হারামে ব্যবহৃত হওয়ার প্রবল ধারণা হয় তা বক্রিকরা; যমেন: ডাকাতের কাছে অস্ত্র বক্রিকরা, প্রভৃতি যা কিছু হারামে লিপ্ত হওয়া কথিবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হারামে সহায়তা করা।

পক্ষান্তরে পাপে সাহায্য করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তী সাহায্য হয় তাহলে হারাম হবে না। যমেন: কাফরে, সুদখোর কথিবা জুয়াখোর ব্যক্তির কাছে বধৈ খাবার বক্রিকরা। এক্ষেত্রে বলা যাবে না যে: সে এই খাবার খয়ে পাপ কাজ করার শক্তি পাচ্ছে। যদি দূরতম সাহায্য হারাম হত তাহলে মানুষের জন্য সামান্য কিছু ছাড়া আর কোনও বধৈ কাজই থাকবে না।

তাই সাহাবীরা ইহুদদের সাথে কনোবচো, ভাড়া প্রদানসহ অন্যান্য লেনদেন করতেন। তারা এই বিষয়টি বিবিচনা করেননি। ইহুদীরা এই সমস্ত অর্থ এবং কাজ দ্বারা উপকৃত হচ্চে।

যহেতু মৌলিকভাবে কাজটি বধৈ এবং এর মাধ্যমে সরাসরি হারামে সহায়তা করা হয় না: তাই সেটি জায়যে।

চাকুরি বধৈ হওয়া বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এ মূলনীতিটি উল্লেখ করা যতে পারে।

পূর্ববক্ত আলোচনার আলোকে: যদি কোনও রুটঘিরে হালাল রুটি বক্রিক করার পাশাপাশি মদরে সাথে মশ্রিতি হারাম রুটিও বক্রিকরা হয়, কনিত্তু কোন কর্মচারীর কাজ কবেল হালাল রুটির মধ্য সীমাবদ্ধ থাকে এবং সে যদি কোনওভাবে হারামে সহায়তা না করে; তাহলে সে ব্যক্তির এই চাকুরী করাটা তীব্র প্রয়োজন হলে চাকুরিটি করা তার জন্য জায়যে হবে। তবে তার উচিত অন্য চাকুরি খুঁজতে থাকা। কারণ সে মন্দ কাজেরে প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় এতে বাধা প্রদান করা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। কনিত্তু, সে হয়তো সেটি করতে পারবে না। তখন এই স্থান ত্যাগ করা তার উপর অনবির্য়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْبُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً

“তনি তিও কতিবে ইতমিধ্যই তমোদরেক বলে দয়িছেন যে, তমেরা যখন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য ও বদ্রূপ করতে শুনবে তখন তমেরা তাদের সাথে (অমান্যকারী ও বদ্রূপকারীদের সাথে) বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লপ্ত হয়। তাহলে (তাদের সাথে বসলে) তমেরাও তাদের মতোই হবে। নশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফকি ও কাফরেরদের সকলকে জাহান্নামে একত্র করবেন।” [সূরা নসি: ১৪০]

জাস্সাস তার ‘আহকামুল কুরআন’ (২/৪০৭) বইয়ে বলে: “এই আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে মন্দকাজে লপ্ত ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া আবশ্যক। বাধা দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে ঘৃণা প্রকাশ করা, মন্দকাজে লপ্ত ব্যক্তির সাথে উঠাবসা পরতি্যাগ করা এবং মন্দ কাজ থেকে সরে না আসা পর্যন্ত তাকে বর্জন করা; যদি মন্দ কাজকে একবোর দূর করা নাও যায়।” [সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: যে সমস্ত স্বর্ণের দোকানের মালকিরো হারাম লেনদেনে করে— সটো সুদী লেনদেনে হোক, হারাম কলা-কৌশল হোক, প্রতারণা হোক অথবা অন্য যে সব লেনদেনে শরিয়তে অবৈধ— এমন দোকানে চাকুরি করার বধিান কী?

তিনি উত্তর দেন: ‘সুদ কথিবা প্রতারণা কথিবা এ ধরনের হারামে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাছে চাকুরি করা হারাম। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করবে না।” [সূরা মায়দা: ২] তিনি আরো বলেন: “তিনি তো কতিবাহে ইতিমধ্যেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যখন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য ও বদ্বিরূপ করত শুনবে তখন তোমরা তাদের সাথে (অমান্যকারী ও বদ্বিরূপকারীদের সাথে) বসবে না যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। তাহলে (তাদের সাথে বসলে) তোমরাও তাদের মতোই হবে। নশিচয়ই আল্লাহ মুনাফকি ও কাফরেদের সকলকে জাহান্নামে একত্র করবেন।” [সূরা নসি: ১৪০]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কোনো মন্দ দেখতে পায় সে যেন হাত দিয়ে সটো প্রতাহিত করে। যদি সটো না পারে তাহলে মুখ দিয়ে করবে। যদি সটো না পারে তাহলে অন্তর দিয়ে করবে।” আর সেখানে থাকা কর্মচারী তার হাত, মুখ বা অন্তর কোনোটি দিয়ে মন্দকে বাধা দিতে পারে না। ফলে সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য বলে গণ্য হবে।” [সমাপ্ত] [ফকিহ ওয়া-ফাতাওয়াল বুয়ু (পৃ. ৩৯২)]

তাই আপনার বন্ধুকে এমন অন্য চাকুরি খুঁজতে হবে যেখানে সে মন্দ দেখে থাকে বঁচে থাকে।

যহেতু সে শূকরের কাছে যায় না, কোনোভাবে হারামে সাহায্য করে না সেহেতু তার বতেন হালাল। কারণ সে বৈধ রুট বানানোর বনিমিয়ে এটো নিচ্ছ। কিন্তু মন্দ কাজে বাধা না দেওয়ার কারণে সে পাপী হবে। আর এ কারণেই তাকে অন্য চাকুরি খুঁজতে হবে।

সুতরাং আপনি জানতে পারলেন যে আপনার জন্য তার খাবার খাওয়া ও তার উপহার গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই। কারণ তার বতেন হালাল।

দুই:

ব্যবসা বীমা কোম্পানিগুলোতে চাকুরি করা হারাম। কারণ ব্যবসার বীমা সুদ ও জুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত; যমেনটি আমরা (130761) ও (205100) নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করছি।

কিন্তু হারাম উপার্জতি অর্থ কেবল উপার্জনকারীর জন্য হারাম। অন্য কউে তার কাছ থেকে বৈধ উপায়ে গ্রহণ করলে তাতে আপত্তি নেই। যমেন: উপহার, খরচ প্রভৃতি।



সুতরাং যবে ব্যক্তি হারাম বীমায় চাকুরি করে তার থেকে কিছু খতে কংবা তার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে আপত্তি নাই।

তনি:

হালাল রযিকিরে দরজা অনকে। কন্টি এর খোঁজে অনুসন্ধান ও পরশ্রিম প্রয়োগেন। যবে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে রযিকি প্রদান করেন ও সাহায্য করেন। যমেনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“যবে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তনি তার জন্য (সংকট থেকে) বরে হওয়ার পথ করে দবিনে এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রযিকিরে ব্যবস্থা করবনে যা সে ধারণাও করে না।”[সূরা তালাক: ২, ৩]

সুতরাং আপনি এমন হালাল কাজরে খোঁজে চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, যখনে নারী-পুরুষরে মশ্রিণ নাই এবং যা মন্দ কিছু দেখা থেকে মুক্ত। এক্ষত্রে পরহজেগারতি প্রশংসতি। যবে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়াবলি থেকে বঁচে থাকে সে নজিরে দ্বীন ও ইজ্জতকে রক্ষা করে। আর যবে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়ে লপিত হয়ে পড়ে সে হারামে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যবে ব্যক্তি সন্দহীন বিষয় হতে নজিকে রক্ষা করছে সে নজিরে দ্বীনকে পবতির করছে এবং নজিরে ইজ্জতকেও রক্ষা করছে। আর যবে ব্যক্তি সন্দহেযুক্ত বিষয়ে পততি হয়েছে সে হারামে পততি হয়েছে। তার অবস্থা সেই রাখালরে মত যবে নষিদিধ চারণ ভূমরি চারণাশে (গবাদি) চরায়, আর সর্বদা এ আশঙ্কায় থাকে যে, যবে-কোন সময় কোন পশু নষিদিধ চারণ ভূমিতে প্রবশে করে চরতে আরম্ভ করবে।”[হাদীসটি বুখারী (৫২) ও মুসলিম (১৫৯৯) বর্ণনা করেন]

তনি আরো বলেন: “সন্দহেযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দহেযুক্ত বিষয় গ্রহণ কর।”[হাদীসটি তিরমযী (২৫১৮) ও নাসাঈ (৫৭১১) বর্ণনা করেন। তিরমযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমযীতে এটিকে সহীহ বলেছেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।